বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

‘ক’ ইউনিট

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি নির্দেশিকা

চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) কোর্স

‘ক’ ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন বিভাগের আসন সংখ্যা নিম্নরূপ:

	অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	আসন সংখ্যা
‘ক’ ইউনিটের বিভাগসমূহ	বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	গণিত	৭৫
		রসায়ন	৮০
		পদার্থবিজ্ঞান	৮০
		ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা	৬০
		কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০
	সর্বমোট		৩৪৫
	জীববিজ্ঞান	সয়েল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	৮০
		উদ্ভিদবিজ্ঞান	৮০
		কোস্টাল স্টাডিজ এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	২০
		বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড বায়োটেকনোলজি	২০
	সর্বমোট		২০০
শাখা পরিবর্তন (‘ক’ ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তিযোগ্য ‘ক’ ইউনিট বহির্ভূত অনুষদের বিভাগসমূহ)	কলা ও মানবিক	বাংলা	১২
		ইংরেজি	১৫
		দর্শন	০৩
		গনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা	০৩
	সামাজিক বিজ্ঞান	সমাজবিজ্ঞান	১০
		অর্থনীতি	২৫
		লোকপ্রশাসন	১০
		পলিটিক্যাল সায়েন্স	১০
	আইন	আইন	২০
	বিজনেজ স্টাডিজ	মার্কেটিং	১০
		ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ	১০
		একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	১০
		ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	১০
	সর্বমোট আসন সংখ্যা		৬৯৩

১। প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা

ক) ২০১৪ সালে বা পরবর্তীতে যারা মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১৬ বা ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই ভর্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ‘ক’ ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

খ) প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) প্রাপ্ত GPA দ্বয়ের যোগফল অন্তত ৭.০ হতে হবে। তবে কোন স্তরেই পৃথকভাবে GPA ৩.০০ এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

গ) ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালের A-Level পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে (O-Level ও A-Level এর সর্বশেষ পরীক্ষার সালকে উক্ত পরীক্ষার Year of Passing হিসেবে ধরা হবে)। উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৩টি বিষয়ে নূন্যতম B-গ্রেড, অপর ৪টি বিষয়ে নূন্যতম C-গ্রেড প্রাপ্ত হতে হবে। O-Level ও A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ ধরে GPA হিসাব করা হবে:

A= 5.0, B = 4.0, C = 3.5, D = 3.0

ঘ) GCE ও বিদেশ থেকে অন্যান্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করার পূর্বে ‘ক’ ইউনিট প্রধানের নিকট অনুমতি চেয়ে আবেদন করবে এবং ইউনিট কর্তৃক সমতা নিরূপণের পর অনুমতি পেলেই শুধু সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আবেদন করতে পারবে। ইউনিট অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিকের রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। সমতা নিরূপণের ফি বাবদ ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সমতা নিরূপণের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষা পাশের প্রমাণসহ তার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে পঠিত সকল বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচির (Syllabus) ফটোকপি জমা দিতে হবে।

ঙ) ‘ক’ ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির শর্তসমূহ:

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর
বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	গণিত	গণিত B	গণিত ১০
	রসায়ন	রসায়ন B, গণিত B এবং পদার্থবিজ্ঞান B	রসায়ন ১০
	পদার্থবিজ্ঞান	পদার্থবিজ্ঞান B এবং গণিত B	পদার্থবিজ্ঞান ১০ এবং গণিত ০৮
	কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থবিজ্ঞান B এবং গণিত B	পদার্থবিজ্ঞান ১০ এবং গণিত ১০

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর
	ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা	পদার্থবিজ্ঞান B, গণিত B এবং রসায়ন B	পদার্থবিজ্ঞান ১০ অথবা গণিত ১০ অথবা রসায়ন ১০
জীববিজ্ঞান	সয়েল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	রসায়ন B এবং (গণিত B অথবা জীববিজ্ঞান B)	রসায়ন ১০
	উদ্ভিদবিজ্ঞান	জীববিজ্ঞান B	জীববিজ্ঞান ১০
	কোস্টাল স্টাডিজ এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	পদার্থবিজ্ঞান B,রসায়ন B এবং জীববিজ্ঞান B	পদার্থবিজ্ঞান ১০ এবং রসায়ন ১০
	বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড বায়োটেকনোলজি	রসায়ন B এবং জীববিজ্ঞান B	রসায়ন ১০ এবং জীববিজ্ঞান ১০
সামাজিক বিজ্ঞান	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এর যেকোন বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; উচ্চমাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান- এ 'বি' গ্রেড; উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
	সমাজবিজ্ঞান	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
	লোকপ্রশাসন	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
	পলিটিক্যাল সায়েন্স	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
কলা ও মানবিক	বাংলা	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বর এবং বাংলায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৬ এবং ইংরেজিতে ০৪
	ইংরেজি	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা	বাংলায় ০৪ এবং

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর
		সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে 'বি' গ্রেড।	ইংরেজিতে ০৬
	দর্শন	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
	গনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
আইন	আইন	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৫
বিজনেজ স্টাডিজ	মার্কেটিং	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় গণিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম 'বি' গ্রেড।	বাংলায় ০৪ এবং ইংরেজিতে ০৪
	ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ		
	একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস		
	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং		

২। অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়:

ক) আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এর মাধ্যমে করতে হবে। এই সাইটে আবেদনকারী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্কসমূহ দেখতে পাবে। যেকোনো ইউনিটে আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে ভাল করে পড়ে নিতে হবে। এছাড়াও প্রতি পেইজের উপরে হলুদ বক্সের নির্দেশাবলী পড়ে নিতে হবে।

খ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অপরাহ্ন ০২:০০ টা হতে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত করা যাবে। তবে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া যাবে।

গ) যে কোনো ইউনিটে ভর্তির আবেদন করার জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভতির্র ওয়েবসাইট- এ 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

ঘ) **'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করার পর **'আবেদন/লগইন'** এর তথ্যের পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং **মাধ্যমিক বা সমমানের**

পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলী এবং আবেদনকারীর আবেদনযোগ্য ইউনিট দেখা গেলে **'নিশ্চিত করছি'** বাটন-এ ক্লিক করতে হবে।

ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলী দেয়া হলে পরবর্তী পেইজে সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে যেকোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পেইজে দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ৭ (সাত) অক্ষরের একটি কনফারমেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোডটি আবেদনকারী পেইজের নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর **'নিশ্চিত করছি'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা (সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য) দেখা যাবে। এই পেইজের মাধ্যমে আবেদনকারী যে ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা রাখেন সে ইউনিটে আবেদন করে টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এই পাতায় উল্লিখিত ইউনিটসমূহের যেকোনটিতে আবেদন করার জন্য ইউনিটের পাশের **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করার পর উক্ত ইউনিটের **'আবেদন'** বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে।

ছ) **আবেদনকারী স্ব-ইউনিটসহ শাখা পরিবর্তন ইউনিটে আবেদন করতে ইচ্ছুক হলে, এখানেই স্ব-ইউনিটে এবং 'শাখা পরিবর্তন' ইউনিটের বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে**। এছাড়া পরবর্তীতে এই পেইজ থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

জ) উপরিউক্ত পেইজ থেকে যে ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। **শাখা পরিবর্তন (ইউনিট পরিবর্তন) এর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আরো একটি পেমেন্ট স্লিপ (টাকা জমার রসিদ) ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে।** প্রতিটি পেমেন্ট স্লিপের দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।
সতর্কীকরণ: টাকা জমার আবেদনকারীর অংশটি ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নয়। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের বিকল্প হিসেবে টাকা জমার রসিদের অংশটুকু ব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রসিদের দুইটি অংশই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক চার্জ) দেশের ৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী)-এর যে-কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণ স্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

ঞ) কোন ইউনিটের জন্য আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন সিস্টেমে পৌঁছালে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের 'পেমেন্ট' কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে না এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ক ইউনিটের পরীক্ষার্থীরা ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০:০০টা হতে ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে।

ট) IGCSE (A Level) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বিদেশী সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট অনুষদের ইউনিট অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকের রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।

৩। ভর্তি পরীক্ষার ফি

শুধুমাত্র 'ক' ইউনিটের ফি	
'ক' ইউনিটের ফি	৫০০/-
অনলাইন সার্ভিস ফি	৮০/-
ব্যাংক চার্জ	২০/-
মোট =	৬০০/-

শাখা পরিবর্তন ফি	
শাখা পরিবর্তন ফি	৪০০/-
অনলাইন সার্ভিস ফি	৮০/-
ব্যাংক চার্জ	২০/-
মোট =	৫০০/-

৪। ভর্তি পরীক্ষা

ক) ভর্তি পরীক্ষার সময় প্রার্থী ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড/ A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি পরীক্ষার হলে নিয়ে আসতে হবে এবং নিরীক্ষা শেষে তা ফেরত দেয়া হবে। ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র, ছবিযুক্ত মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড অথবা Statement of Entry ছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

খ) ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট এবং ১২০ নম্বরের জন্য সর্বমোট ১০০ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১.২।

গ) পরীক্ষায় OMR পদ্ধতির উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। OMR পদ্ধতির উত্তরপত্রের ঘর পূরণের জন্য প্রার্থীকে কালো কালির বলপেন ব্যবহার করতে হবে। **প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি OMR উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে, অতিরিক্ত কোনো শিট দেওয়া হবে না।** অতএব উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন পূরণ করতে কোন ভুল না হয়। ভুল ভ্রান্তির সকল দায় প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

ঘ) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী হবে। **তবে** বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন এই বিষয়ক মৌলিক জ্ঞানসহ উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী হবে।

ঙ) প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৩ নম্বর কাটা হবে এবং তা বিষয়ভিত্তিক হবে।

চ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন এই চারটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই প্রদান করতে হবে। এছাড়াও গণিত, জীববিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে থেকে যেকোন দুইটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হবে।

নিম্নে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন দেখানো হল:

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যা	নম্বর	মন্তব্য
বাংলা	১০	১২	আবশ্যিক
ইংরেজি	১০	১২	
পদার্থ বিজ্ঞান	২০	২৪	
রসায়ন	২০	২৪	
গণিত	২০	২৪	যে কোন দুইটি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে।
জীববিজ্ঞান	২০	২৪	
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২০	২৪	
মোট	**১০০**	**১২০**	

ছ) **ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪৮। যারা ৪৮ এর কম নম্বর পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য কোন অবস্থায়ই বিবেচনা করা হবে না।**

জ) উত্তরপত্র পাওয়ার সাথে সাথে উত্তরপত্রের রোল নম্বর এর জায়গায় রোল নম্বর লিখে সংশ্লিষ্ট বৃত্ত পূরণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

ঝ) **পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যাবে এরূপ যেকোন প্রকার ডিভাইস্ পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।**

ঞ) ভর্তি পরীক্ষার স্থান, সময় ও আসন বিন্যাস (Seat Plan) যথাসময়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী SMS এর মাধ্যমে জানা যাবে।

ট) **ভর্তি পরীক্ষার সময় কোনো প্রার্থী মুখমণ্ডল ও কান আবৃত করে রাখতে পারবে না।**

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রম তৈরির পদ্ধতি

ক) ক) মাধ্যমিক/O-Level বা সমমানের পরীক্ষায় হিসাবকৃত (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) GPA-কে ৬ দিয়ে গুণ করে, উচ্চ মাধ্যমিক/A- Level বা সমমানের পরীক্ষায় হিসাবকৃত (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) GPA-কে ১০ দিয়ে গুণ করে এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্কোর তৈরি করা হবে। ২০০ নম্বরের শতকরা বিভাজন নিম্নরূপ :

- ১৫% গণনা করা হবে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA থেকে
- ২৫% গণনা করা হবে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA থেকে
- ৬০% গণনা করা হবে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে

খ) মেধাতালিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

গ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবে:

(i) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর
(ii) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
(iii) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject
(iv) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
(v) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject
(vi) এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় চারটি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত Grade point এর যোগফল।

পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত মাপকাঠি প্রয়োগ করে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয় করা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ অন্য কোন যৌক্তিক মাপকাঠি প্রয়োগ করে অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয় করবেন। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ) কোটায় ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র, উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব উপজাতি প্রধান/জেলা প্রশাসক এর সনদপত্র, খেলোয়ার (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি এর সনদপ্রাপ্ত), হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর সংগঠনের প্রধান/জেলা প্রশাসক এর সনদপত্র, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পোষ্যকোটার (কেবল সন্তান/স্বামী/স্ত্রী) ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সনদপত্র আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভর্তির মোট আসনের অতিরিক্ত ৫% কোটার জন্য বরাদ্দ থাকবে।

ঙ) পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক নম্বর, মেধাস্কোর ও মেধাক্রম বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী SMS এর মাধ্যমে জানা যাবে।

চ) ফলাফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে বিষয়ের পছন্দক্রম প্রদান করতে হবে।

৬। ভর্তি

মনোনীত প্রার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি হতে অবশ্যই (i) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র (ii) এসএসসি ও এইচএসসির মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট (iii) দুই কপি পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি (iv) এসএসসি ও এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড আনতে হবে।

আবেদনের তারিখঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অপরাহ্ন ০২:০০ টা থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ রাত ১২: ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

ফল প্রকাশ : ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থী নিজ নিজ ফলাফল জানতে পারবে।

'ক' ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের নম্বরঃ
০১৮৪৬০৫৪৬৪১, ০২৯৬৬৯৯৩৪ (অফিস চলাকালীন সময়)

বিঃ দ্রঃ ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর যে কোন ধারা ও উপ-ধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।